272580 - রমযানরে পূর্বে ক্ষমা চয়েে প্রাপ্ত মসেজেগুলোর হুকুম কি?

প্রশ্ন

রমযান মাস শুরু হওয়ার পূর্বে ক্ষমা চয়েে ওয়াটসআপে যে মসেজেগুলো আসে আমি সগেুলোর হুকুম জানতে চাই?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সকল নকে আমল সটো নরিটে আল্লাহ্‌র ইবাদত শ্রণেীয় হোক; যমেন- নামায, রোযা ইত্যাদি কিংবা মাখলুকরে প্রতি অনুগ্রহ শ্রণেীয় হোক— সব সময় সগেুলো পালন করা কাম্য।

তবে মর্যাদাপূর্ণ সময়গুলোতে সগেুলোর প্রতি উৎসাহতি করা আরো বশেি তাগদিপূর্ণ হয়। এ সময়গুলোকে এ কারণইে মর্যাদা দয়ো হয়ছে যাতে করে সকল নকে ও ভাল আমল পালনে প্রতযিোগতিা করা হয়।

যে সকল নকে আমলরে প্রতি উৎসাহতি করা ও যে গুলোর ব্যাপারে উপদশে দওেয়া শরয়িত অনুমোদতি সগেুলোর মধ্যে রয়ছে— মাফ চাওয়া এবং পারস্পারকি শত্রুতা মটিয়িে ফলো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তনিি বলনে: "যদি তোমাদরে কউে রোযা রখেে ভোরে উপনীত হয় তাহলে সে যনে অশ্লীল কথা না বল,ে মূর্খরে আচরণ না কর।ে যদি কোনে লোক গায়ে পড়ে তাকে গালি দয়িে কিংবা ঝগড়া করে তবে সে যনে বলে দয়ে: নশি্চয় আমি রোযাদার, নশি্চয় আমি রোযাদার।"[সহহি বুখারী (১৮৯৪) ও সহহি মুসলমি (১১৫১)]

এ হাদসিে অন্তরগুলোকে আহ্বান করা হচ্ছ— ববিাদে জদি না করার প্রত,ি প্রতপিক্ষ থকেে প্রতশিোধ গ্রহণ না করার প্রত,ি আত্মপক্ষ সমর্থন না করার প্রতি এবং খারাপ আচরণরে বদলে খারাপ আচরণ না করার প্রতি।

মুসলমি ব্যক্তি যখন ঐ মৌসুমগুলোতে অনকে বশেি নকে আমল করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে এবং আশংকা করে য,ে আল্লাহ্‌র কাছে তার আমলগুলো উত্তোলনরে ক্ষত্রেে হংিসা-বদ্বিষে প্রতবিন্ধক হতে পারে তখন সে মানুষরে কাছ থকেে ক্ষমা চয়েে নয়ে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছ,ে তনিি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে য,ে তনিি

বলেন: "মানুষের আমল প্রতি সপ্তাহে দুইবার সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে উত্থাপন করা হয়। তখন প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়; শুধু এমন বান্দা ছাড়া যার মাঝে ও তার ভাইয়ের মাঝে বিবাদ রয়েছে। বলা হয়: এ দুইজনকে বাদ দাও; যতক্ষণ না তারা মিটমাট করে নেয়।"[সহিহ মুসলিম (২৫৬৫)]

শাইখ বিন উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"কোন সন্দেহ নেই মানুষের মাঝে বিবাদ ও ঝগড়া কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করার কারণ। এর দলিল হল: এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হয়েছেন। তখন সাহাবীদের মধ্যে দুইজন ঝগড়া করছিলেন। তাই লাইলাতুল ক্বদরকে তুলে নেয়া হয়। অর্থাৎ ঐ বছরের লাইলাতুল ক্বদরকে চেনার জ্ঞান তুলে নেওয়া হয়। এ কারণে মানুষের চেষ্টা করা উচিত যাতে করে নিজের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ না থাকে।"['আল-লিকাউস শাহরি' /৩৬]

তাই যে ব্যক্তি পারস্পারিক ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি প্রচার করে, নিজে ক্ষমা চায়, অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করে থাকলে সেটা ফিরিয়ে দেয়, মানুষের অধিকার থেকে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে এবং রমযানে কিংবা অন্য মাসে এসব আমলের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে: কোন সন্দেহ নাই যে সে ব্যক্তি কল্যাণের কাজে ও ভাল কাজে আছে।

সারকথা:

এ মর্যাদাপূর্ণ মৌসুমে একে অপর থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং জুলুম থেকে মুক্ত হওয়া একটি দৃশ্যমান প্রবণতা। ইনশাআল্লাহ্, এ মৌসুমগুলোতে ক্ষমা করার প্রতি তাগিদ দেয়া, স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং উদ্বুদ্ধ করাতে আমাদের কাছে কোন আপত্তির দিক ফুটে উঠছে না।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।